খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ৫ই জুন, ২০১৫ তারিখে ফ্রাঙ্কফ্রোট জার্মানীতে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমরা বিশ্বাসের দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকে তেমনটি হতে পারি যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বানাতে চেয়েছেন। আমাদের জমিনও যেন নতুন হয়, আমাদের আসমানও যেন নতুন হয়ে যায়। আর আমরা সেই মানুষ যেন হতে পারি যারা নতুন জমিন ও নতুন আসমান বানাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সাহায্য করবে।

তাশাহুদ, তাউজ ও তাসমিয়া পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ জামাতে আহমদীয়া জার্মানির সালানা জলসা শুরু হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যেখানে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, এ জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া জামাতে আহমদীয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রগ্রাম বলে বিবেচিত হয়। এমন এক যুগ ছিল যখন জলসা সালানাতে অংশগ্রহনের জন্য, এমনকি হিন্দুস্তানে বসবাসকারী আহমদীদের জন্যও কাদিয়ানে জলসায় আসা, যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচের কারনে খুবই কঠিন ছিল। বরং অনেকের জন্য সম্ভবপরও ছিল না। তাই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) জামাতকে তাহরিক করেন যে, সারা বছর এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কিছু না কিছু অর্থ জমা করতে থাকুন। যেন জলসা সালানার জন্য পথখরচ সহজলভ্য হয়। কিন্তু আজ আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নত দেশগুলোতে বরং এমন অনেক দেশে বড় বড় জামাত আছে সেখানে যে জলসা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অংশগ্রহনকারীদের বাহন এবং প্রাইভেটকারের সংখ্যা এতো বেশি যে, ব্যবস্থাপনাকে কার পার্কিংএর জন্য যে ব্যবস্থা নিতে হয় তা-ও খুব পরিশ্রমের কাজ হয়ে থাকে এবং তা বিশেষভাবে করতে হয়। আপনাদের মাঝে অনেকে এমন থেকে থাকবেন যাদের বাপ-দাদারা জলসার সময় নিজেদের ওপর বোঝা চাপিয়ে এবং কষ্ট করে জলসায় গিয়ে থাকবেন। অনেকে প্রত্যেক বছর যেন জলসায় অংশগ্রহন করতে পারে-এ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হয়তো তাদের জন্য তা সম্ভব হয় নি। কিন্তুআপনাদের মাঝে কেউ কি কখনো এটি চিন্তা করে দেখেছেন যে, এতো সহজলভ্যতা থাকার সত্ত্বেও অর্থাৎ আপনারা যে সফরের সহজলভ্যতা লাভ করেছেন, এটা কি আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে এবং ইমানে উন্নতির কারন হয়েছে? আমাদের বড়দের যে ইমান ছিল আর খোদা তা'লার সাথে তাদের যে সম্পর্ক ছিল, সে মানে আমরা কি পৌঁছেছি? সেই যুগের কতক বুজুর্গ মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগ পাওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে মান্য করা সত্ত্বেও, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, কেবল অর্থসমস্যার কারনে সফর করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পর্যন্ত পৌছতে পারে নি। কিন্তু আজ যে দেশগুলোতে জলসা হয় এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ গোলাম এবং খলিফা অংশগ্রহন করে সেখানে অংশগ্রহনের জন্য লোক অন্যান্য দেশ থেকে অর্থ খরচ করেও পৌছে যায়। আমার সামনেও এমন লোকেরা

বসে আছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা জানার জন্য এমন লোকেরাও অন্যান্য দেশ থেকে শামিল হয় বা শামিল হবার জন্য এসে যায় যারা এখনও তাঁর (আ.) প্রতি ইমান আনে নি। তাই এ কথা যা এ দিক থেকে আনন্দের যে, আল্লাহ্ তা'লা অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বানী পৃথিবীতে খুব দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে সেখানে ঐ বুজুর্গদের সন্তানদের জন্য নিজেদের পর্যালোচনা করার দিকেও মনোযোগ হওয়া দরকার। আমরা যেন নিজেদের হিসাব নেই যে, আমরা আমাদের খোদার সাথে সম্পর্ক, নিজেদের ইমান আর আল্লাহ তা'লার আদেশ অনুযায়ী চলার দিক থেকে কোন অবস্থানে আছি? যদি আমাদের খান্দানের মাঝে আমাদের বুজুর্গদের নেকীর মানের তুলনায় দ্রুততার সাথে নিম্নমুখী হচ্ছে তাহলে আমাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তার কারন আছে। আমরা জগত তো অর্জন করছি কিন্তু আমাদের ধর্মের ঘর খলি হচ্ছে। আর এমতবস্থায় এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ জাগতিক ধান্দায় নিমজ্জিত হয়ে খোদা তা'লার সাথে একেবারেই সম্পর্ক শেষ করে দেয়। আর এভাবে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অধপতিত হয়ে শয়তানের ঝুলিতে গিয়ে পড়ে। এমন লোকদের জলসায় আসা কেবল এক অনুষ্ঠানিকতা হয়ে যায়।

তাই আমাদের প্রত্যেকের এ চেষ্টা করা প্রয়োজন যে, জলসায় যোগদান আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতার দিকে আঙুল উঠিয়ে আমাদের মাঝে যেন বিপ্লব সাধন করে। আমাদেরকে যেন খোদা তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা বানায়। আমাদের বিস্তীর্ণতা আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী যেন বানায়। আমরা সর্বদা এ দোয়া যেন করি এবং এ চেষ্টা যেন করি যে, আমরা এবং আমাদের বংশধর কখনো খোদা তা'লার গজবের কবলে যেন না পড়ি। আমরা আমাদের বুজুর্গদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা এবং দোয়ার উত্তরাধিকারী যেন হতে পারি। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত যে বিস্তৃতি লাভ করছে, জামাত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করছে, আল্লাহ্ তা'লা লোকদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতে দীক্ষা লাভের, উত্তর থেকে দক্ষিন থেকেও পুর্ব থেকে আর পশ্চিম দিক থেকেও লোকদেরকে তৌফিক দিচ্ছেন। যে লোকেরা জামাতে নিজেদের ইমানে প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নিজেদের সাথে খোদা তা'লার সম্পর্ক মজবুত করতে চায় তারা এ জলসায় শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী যেন হতে পারে, আল্লাহ্ করুন তাদের হৃদয়ও যেন উন্মুক্ত হয় এবং হতে থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাত খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের জীবনে তাঁর আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা। নিজেদের ভাইয়ের অধিকার আদায়ের দিকে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার বানীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা। এ সব কিছু নিজেদের অবস্থা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা এবং এক কুরবানী আশা করে।

তাই এ জলসা না কোন জাগতিক মেলা না জাগতিক উদ্দেশ্য লাভের কোন মাধ্যম। এখানে আগমনকারীদের প্রথমে যিকরে ইলাহীর দিকে মনোযোগ দিতে থাকা উচিত। কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য আবশ্যক। আর দ্বিতীয়ত এটি সর্বদা মাথায় রাখা দরকার যে, আমরা ঐ সকল নেকী লাভ করার জন্য এবং তা নিজেদের যেন করে নিতে পারি আর তা যেন আমরা আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিতে পারি যেগুলোর আদেশ খোদা তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। যিকরে ইলাহীর বিষয়ে এটিও বলতে চাই যে, মজলিশে অবস্থানকারীদের যিকির তা নিজের মত হোক বা বিভিন্নজনের বিভিন্ন রকম হোক না কেন তা এক জামাতি রং ধারন করে। আর যেখানে মানবসত্ত্বা তা থেকে লাভবান হয় সেখানে জামাতি ভাবেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার মাধ্যম হয়। তাই এ দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীকে ঐ পদ্ধতির সাথে দিনাতিপাত করা উচিত যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন। আর আমাদের কাছে আশা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন। আর দ্বিতীয়ত নিজেদের হৃদয়কে খোদা তা'লা সৃষ্টির ভালবাসায় পূর্ণ করুন। নিজেদের ভাইদের আবেগ-অনুভুতির দিকে খেয়াল রাখুন। এখানে জলসায় আসার পর কারো প্রতি যদি কোন বিদ্বেষ থেকে থাকে তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, এ পৃথিবী সামান্য কয়েকদিনের মাত্র। আর পৃথিবী এমন এক জায়গা যে এর পরিনতি বিলীন হবার। ভিতরে ভিতরে এ বিলীনতার উপকরণ লেগে আছে। সেগুলো তাদের কাজ করে চলেছে। কিন্তু বুঝা যায় না। তাই খোদাকে চেনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত। খোদা তা'লার স্বাদ সে-ই লাভ করে, যে তাকে চিনতে পারে। আর যে তাঁর দিকে সিদক ও বিশ্বস্ততার সাথে অগ্রসর না হয় তার দোয়া স্পষ্টত: কবুল হয় না। আর তার সাথে অন্ধকারের কোন না কোন অংশ লেগেই থাকে। যদি খোদা তা'লার দিকে সামান্য অগ্রসর হও তাহলে তিনি তোমাদের দিকে এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হবেন। কিন্তু প্রথমে তোমাদের দিক থেকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তিনি (আ.) আরো বলেন, অনেক লোক অভিযোগ করে থাকে যে, আমরা সব নেকী করেছি, নামায পড়েছি, রোযাও রেখেছি, সদকা-খয়রাতও করেছি, চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করেছি, কিন্তু আমাদের কোন লাভ হয় নি। এমন লোক দ্রত নিরাশী হয়ে থাকে। তারা খোদা তা'লার রবুবিয়াতে (অর্থাৎ লালন-পালন কর্তা গুনে) বিশ্বাস রাখে না। আর না তারা সকল কর্ম খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে করে। যদি খোদা তা'লার জন্য কোন কাজ করা হয়ে থাকে তাহলে এটি সম্ভব নয় যে, তা নষ্ট হবে। আর খোদা তা'লা এর প্রদিতান এ জগতে দেবেন না (এটাও সম্ভব নয়।)। তাই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষে আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত কতে হবে। আর তাঁর আদেশাবলী অনুযায়ী আমল করতে হবে। আমাদের কাজ যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় তাহলে আমরা তাঁর কৃপা লাভকারী হবো। যদি তাঁর হাতে বয়াত করার পরও এ বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ না দেই তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না। নবীরা আগমন করেন তাঁদের মান্যকারীদের মাঝে বিপ্লব সাধন করার জন্য। তাদের অবস্থাকে ভিন্ন

ভিন্ন অবস্থায় রুপান্তর করার জন্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা কাশফে দেখিয়েছিলেন যে, তিনি (আ.) নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বানিয়েছেন। এরপর বলেন, চলো আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। এ নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বানানো এবং মানুষ সৃষ্টি করা সেই বিপ্লব যা তাঁর নিজ মান্যকারীদের মাঝে সৃষ্টি করার ছিল। নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বানানোর সবচেয়ে বেশি আর পরিপূর্ণ প্রকাশ আমরা তো আমাদের প্রিয় মহানবী (সা.) এর সত্ত্বায় দেখতে পাই। তিনি কীভাবে নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ বানিয়েছেন! তওহিদের শত্রুদেরকে তওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারাই যারা মুর্তি পূজা করতো আর এক খোদার অস্বীকারকারী ছিল, তারাই আহাদ আহাদ বলে সবধরনের অত্যাচার সহ্য করতে থেকেছে। যারা তওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তওহিদ অস্বীকার করে নি। এই সেই পরিবর্তন যা হুজুর পাক (সা.) সৃষ্টি করেছেন। এরপর মহিলাদের অধিকার প্রদান করিয়েছেন, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজে তাদের এক অবস্থান করে দিয়েছেন। এমন সমাজে যেখানে মহিলাদেরকে কোন সম্মান করা হতো না। এটি অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। বরং এখনো আছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, তিনি (সা.) পশুর চেয়ে জঘন্য মানুষকে সাধু-মানুষ বানিয়েছেন, এরপর শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছেন, এরপর খোদাওয়ালা মানুষ বানিয়েছেন। এ এক মহান নিদর্শণ ছিল যা হুজুর পাক (সা.) এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই খোদাপ্রেমি মাণুষেরা সকল কাজ খোদা তালার সন্তুষ্টির খাতিরে করা শুরু করে দিয়েছিল। তাই এই হল নতুন আকাশ এবং নতুন পৃথিবী যা হুজুর পাক (সা.) এর আগমনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আর এ যুগে তাঁর সত্যিকারের দাসকে খোদা তা'লা বলেছেন যে, নতুন পৃথিবী এবং নতুন আকাশ বানাও। হুজুর পাক (সা.) এর যুগে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, তাদের রুহানি এবং আখলাকি যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা কি এখন আছে? নেই-তাই না! বরং তাঁর আগমনের পূর্বে যে অজ্ঞতা ছিল সেই অজ্ঞতা এখানে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাই তো আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসীহ মাওউদ এবং মাহদীয়ে মাহুদকে প্রেরণ করেছেন। এক যুগ ছিল যখন মুসলমানরা তৌহিদের খাতিরে জীবন দিয়েছে, সকল প্রকারের কুরবানী দিয়েছে, ইসলামকে প্রসার করেছে, আর পৃথিবীতে দেখারমত এক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলমান তৌহিদের বদলে কবরে সিজদা করে। মৃতদের কাছে যাচনা করে। শিরকে ডুবে আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তো এখনো আছে কিন্তু তা এখন আর কোন পরিবর্তন সাধন করে না। এর কারন হলো, এটি যারা জানে তারা এর উদ্দেশ্য এবং তত্ত্ব জানে না। এদের মুসলমান হওয়া নামকাওয়াস্তে। এমনও আছে যারা দৈনিক পাঁচবার ওবুদিয়াতের (অর্থাত দাসত্ত্বের) বাহ্যিক স্বীকারোক্তি দেয়। নামায এবং আযানে তওহিদের সাক্ষ্য দেয় কিন্তু তাদের কর্মকান্ড মুশরিকদের ন্যায়। । তাই এমন সময়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমন অত্যাবশ্যক ছিল। যেন তিনি নতুন এক পৃথিবী এবং নতুন এক আকাশ সৃষ্টি করতে পারেন। আর তিনি এক বিপ্লব সাধন করে দেখিয়েও দিয়েছেন।

তাই আমরা যদি এ বিষয়ের প্রমান দিতে চাই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কীভাবে নতুন জমিন এবং নতুন আকাশ বানিয়েছেন তাহলে এর সবচেয়ে বড় প্রমান আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বা হওয়া প্রয়োজন। তৌহিদ প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল করার জন্য খুব চেষ্টা করা প্রয়োজন। বান্দার অধিকার প্রদানের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকা প্রয়োজন। আমরা কেবল নীতিগত ভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)কে মান্যকারী যেন না হই বরং কার্যকর পরিবর্তনও যেন আমাদের মাঝে লক্ষণীয় হয়।

তাই মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, মোমেনের হৃদয় জমিনের মত হয়ে থাকে। তাই আপনাদের হৃদয়গুলোকে আকিদার দিক থেকে নয় ববং কর্মের দিক থেকেও কল্যানদায়ী বানাতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর এ অনুগ্রহ করেছেন যে, আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে মান্য করেছি। আল্লাহ্ তা'লা চান যে, আমরা আমাদের আমলকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে পুন্যবান বানাই। আর আমাদের হাত দিয়ে জমিনকে যেন ঠিক করি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে একটি মাসলা দিয়ে গেছেন। এটি কার্যে রূপ দেয়া আমাদের কাজ। আমাদেরকে দেখতে হবে, প্রকৃতই কি আমরা এ কাজ করছি?

তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, আমি দেখছি যে, লোকদের এমন অবস্থা হচ্ছে যে, তারা তদবির তো করে কিন্তু দোয়ায় গাফিলতি করে। বরং বস্তুপুজা এতটাই বেড়ে গেছে যে, দুনিয়াবি তদবিরকে খোদা বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আর দোয়া নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা হয়। এবং দোয়াকে এক অযথা জিনিস আখ্যা দেয়া হয়। এটি ভয়ংকর এক বীষ যা পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা এ বীষকে দূর করতে চান। আর এ কারনেই তিনি (আহমদীয়া) সিলসিলা কায়েম করেছেন। যেন দুনিয়া খোদা তা'লার মারেফাত লাভ করে আর দোয়ার প্রকৃত বিষয় এবং এর প্রভাব সম্বন্ধে যেন অবগত হতে পারে।

তাই এ উদ্দেশ্যকে প্রত্যেক আহমদীর নিজের সামনে রাখা উচিত। আর খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক বাড়ানো উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, এ যুগ হলো আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ। শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শয়তান তার সকল অস্ত্রসহ এবং ষড়যন্ত্রসহ ইসলামের দূর্গে আক্রমন করছে। আর সে চায় ইসলামকে পরাজিত করতে। কিন্তু খোদা তা'লা এ মুহুর্তে শয়তানের শেষ যুদ্ধে তাকে সর্বদার জন্য পরাজিত করতে এ সিলসিলাকে (আহমদীয়া সিলসিলা) প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাই এ আধ্যাত্মিক লড়াইএর জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা প্রয়োজন। এবং সামনে অগ্রসরমান হবার পয়োজন। আর এটি ততক্ষন পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত আমরা

নিজেদের আধ্যাত্মিকতার নতুন জমিন ও আকাশ সৃষ্টি না করবো। তিনি এই যে বলেছেন, শয়তান কে পরাজিত করার জন্য এ সিলসিলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তার সকল মান্যকারীর প্রতি এ দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে, রূহানিয়াতে উন্নতি করে শয়তানের মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া হুকুকুল ইবাদের মানকে অর্জনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্বরণ রাখবে, খোদা তা'লার দুটি আদেশ রয়েছে, প্রথমত; তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। না খোদার সত্ত্বার সাথে, না তার গুনের সাথে আর না তার ইবাদাতের মাঝে। আর দ্বিতীয়ত মানবজাতির সাথে সহমর্মিতা দেখাও। আর এহসান (বা অনুগ্রহ) দ্বারা এটা বোঝায় না যে তা কেবল তোমার ভাইদের সাথে এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে করো বরং তা যে কেউ হোক, আদম জাত হোক বা আল্লাহ্ তা'লার মাখলুকের মাঝে যে কেউ হোক, এটি চিন্তা করবে না যে, সে হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান। আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ইনসাফ নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি চান না যে, এ কাজ তোমরা নিজেরা করো। অর্থাৎ প্রতিদান নিজেরা নেবার চেষ্টা করবে না। যতটা নম্রতা অবলম্বন করবে আর যতটা বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'লা ততটাই খুশি হবেন। নিজেদের শত্রুদের তোমরা খোদার কাছে ছেড়ে দাও।

আল্লাহ করুন আমরা যেন আমাদের সকল অধিকার আদায় করতে পারি, আমরা বিশ্বাসের দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকে তেমনটি হতে পারি যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বানাতে চেয়েছেন। আমাদের জমিনও যেন নতুন হয়, আমাদের আসমানও যেন নতুন হয়ে যায়। আর আমরা সেই মানুষ যেন হতে পারি যারা নতুন জমিন ও নতুন আসমান বানাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সাহায্য করবে। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (5th June 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B